38

দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৪ আগস্ট দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র গ্রুপের মধ্যে বন্দুক–যুদ্ধ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনাও ঘটেছে। আহত হয়েছে কয়েকজন ছাত্র–শিক্ষক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও ফাঁকা গুলি ছোড়ে। গত ২৮ জুলাই এবং ২ আগস্ট একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সমাবেশে ও আইন অনুষদে শিক্ষকদের কক্ষ ভাংচুর করে অস্ত্রের মহড়া দেয়।

গত ৪ আগস্টের ঘটনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, এই ঘটনা অনভিপ্রেত ও নিন্দনীয়।

ক্যাম্পাসে অস্ত্রবাজি ও বোমাবাজির ঘটনা যে নিন্দনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। একই রকম অনভিপ্রেত ও নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছিল গত ২ আগস্ট আইন অনুষদে একদল সশস্ত্র ছাত্রের হামলা, ডীনের কক্ষে লাথি মারা, অধ্যাপককে লাঞ্ছিত করা এবং কয়েকজন শিক্ষককে গালিগালাজ করে গুলি চালানোর ঘটনাও। তখনই যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শক্ত ব্যবস্থা নিতে পারতেন, তাহলে হয়ত ৪ তারিখের সংঘর্ষ এড়ানো যেত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র–শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চান। ছাত্ররা পড়াশোনা করতে চান, সেশন জ্যাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চান, ঠিক সময়ে পাস করে বেরোতে চান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পরিস্থিতি অনেকখানি সৃষ্টিও হয়েছে। সেশন জ্যাম দূর হচ্ছে, প্রায় নিয়মিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাধারণ ছাত্ররা যে ক্যাম্পসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চান, সে কথা ৪ আগস্টও প্রমাণিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে যারা ভর্তি হবার সুযোগ পান, তারা সকলেই মেধাবী। এসএসসি, এইচএসসিতে ভাল রেজাল্ট করেছেন। তাদের সামনে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় থাকুক ভবিষ্যতে জনগণের ভাগ্য নির্মাণে তাদের মেধা, তাদের শ্রম জাতির জন্য প্রয়োজন হবে। তাদের মধ্যে এ উপলব্ধিও প্রয়োজন যে, পিতা–মাতা তাদের শিক্ষার জন্যই এখানে পাঠান, সন্ত্রাসের জন্য নয়। ছাত্র রাজনীতি থাকবে, তাতে ছাত্র–ছাত্রীদের অংশগ্রহণও থাকবে। কিন্তু সে রাজনীতি চর্চার পথ যদি হয় ভায়োলেন্সের তবে কেউ তাকে সমর্থন করবে না। এই ভায়োলেন্সের পথে অনেক মেধাবী ছাত্রের প্রাণও অকালে ঝরে গেছে।

শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অনেকেই মদত যোগায়। ছাত্রদের কাছে আবেদন, সেই প্ররোচনায় সাড়া দেবার আগে তারা যদি এর পূর্বাপর ভেবে দেখেন; যদি ভেবে দেখেন নিজেদের ও সহপাঠীদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ, তাহলে মদতদানকারীদের স্বরূপ তাদের কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৪ আগস্টের ঘটনার আর যাতে কখনও পুনরাবৃত্তি না ঘটে, যাতে কেউ অস্ত্রের মহড়া দিয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস করার অপপ্রয়াসে সফল না হয়, সে দিকে সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাই।